Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 21 - 30
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

পরম বৈষ্ণব সাধক শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী : জীবন ও সাহিত্য সেবাদর্শ

অসীম বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়, গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম
Email ID: sriashim.biswas@gmail.com

Received Date *11. 12. 2023*
Selection Date *12. 01. 2024*

Keyword
Sri Haridas Das, Vaishnava Acharya, Nabadwip, Poraghat, Horibol Kutir, Babaji, Govind Kund, Literature, Humility, Spiritual Power, Amareswar Thakur, Abhidhana o Jibana.

Abstract
Sri Haridas Das Babaji was a great Vaisnava scholar of Bengali language and literature. He was a specialist researcher and writer on Vaishnava literature and religion. As he has researched various aspects of Vaishnavism from the advent of Chaitanya to the later 400 years, he established himself as a special supporting force in the development of Vaishnavism. The appearance of Sri Chaitanya in the second half of the fifteenth century marked the beginning of a significant chapter in the history of Bengal and India. As a result of his efforts, Gaudiya Vaishnavism of Bengal became one of the reformist religions of India. As a result, hundreds of branches emerged and developed in the field of Bengali literature and poetry. Sri Haridas Das Babaji was prominent among the scholars who emerged to define the field of development and expansion of Vaishnavas, the religion established by Chaitanya. Through his life and literary works, he has been able to present Vaishnavism in a new form to the people. He was a great Vaishnava saint and preacher. He was able to established the Vaishnavism mainly through his writings.The most notable product of his research was the compilation of the Gaudiya Vaishnava Dictionary. His real name was Harendra Nath Chakraborty. In later life his name was Shri Haridas Das Babaji. I, in my research paper have tried to give a brief discussion about the literary work and life philosophy of the almost forgotten Sri Haridas Das Babaji.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 21- 30
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

ভূমিকা : এক অনন্য সাধারণ ও ব্যতিক্রমী বৈষ্ণব সাধক ছিলেন শ্রীহরিদাস দাস। এটি তাঁর সাধক জীবনের উত্তর-নাম। তাঁর প্রকৃত নাম হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। ১৪৩০ বঙ্গাব্দে জন্মের ১২৫তম বর্ষ। ইংরেজি ১৯৫৭ সালের মধ্যে মাত্র ৫৯ বছরের আয়ুষ্কালে তিনি ৬৬ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন এবং সম্পাদনা করার অতুলনীয় কীর্তি স্থাপন করেছিলেন। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান কাজ চার খণ্ডের গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান প্রণয়ন। বৈষ্ণব সাহিত্যের যে বিশ্বকোষকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'ম্যাগনাসওপাস' বলে অভিহিত করে মন্তব্য করেছিলেন-

> "গ্রন্থ সংকলনে সঙ্কলয়িতা শ্রীহরিদাস দাসের নামই পারদর্শিতা এবং সুনিপুণতার দ্যোতক। আমি গর্বিত যে হরিদাস দাস আমার ছাত্র।"[১]

অথচ, সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার পীঠস্থান নবদ্বীপে চৈতন্য পরবর্তী সময়ে প্রকাশনা জগতের অন্যতম বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী মহারাজ হারিয়ে গিয়েছেন উপেক্ষার অতল গহ্বরে। বৈষ্ণব জগতের বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এবং গ্রন্থকে ঘিরে ছড়িয়ে থাকা নানা কিংবদন্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁরই নাম। যাঁকে পণ্ডিতেরা 'বৈষ্ণবগ্রন্থের ভান্ডারি' বলে আখ্যা দিয়েছেন।[২] পুস্তক রচনা এবং প্রকাশনার ইতিহাসে নিজেই এক প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছিলেন শ্রীহরিদাস দাস। সাত্ত্বিক সাধক এবং নিষ্ঠাবান নিবিড় গবেষক এই হরিদাস আদতে ছিলেন নোয়াখালির মানুষ। জন্ম বাংলা ১৩০৫ সনের ৩০ শে ভাদ্র, বুধবার। তাঁর আসল নাম ছিল হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। মেধাবি হরেন্দ্রনাথ ১৯২৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সংস্কৃতে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ছোট থেকেই ধর্মানুরাগী হরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পরবর্তী সময়ে বৈষ্ণবসাধক গিরিধারী হরিবোলা বাবাজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরপর গুরুর একনিষ্ঠ ভক্তে পরিণত হন হরিদাস। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের নবীন বৈষ্ণব সাধক শ্রীহরিদাস দাস নাম নিয়ে গুরুর নির্দেশে 'গ্রন্থসেবা' ও বৈষ্ণবীয় ভাবাদর্শ প্রচারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন।

প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং পুঁথির অনুবাদ, বাংলায় টীকাভাষ্য রচনা, সম্পাদনার বিপুল কাজ শ্রীহরিদাস দাস করেছিলেন তাঁর জীবনের কর্মময় মাত্র চৌত্রিশ বছর সময়কালের মধ্যে। দিনে সতেরো-আঠারো ঘণ্টা ধরে লেখাপড়ার কাজ করতেন শ্রীহরিদাস দাস। তিনি গবেষণাকার্যে এত আত্মমগ্ন থাকতেন যে, তাঁর সম্পর্কে জানা যায় তিনি সর্বদা অধ্যয়নের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। তাঁর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জানা যায়-

> "নবদ্বীপের গঙ্গার ধারে দীন-দরিদ্র হরিবোল কুটিরে জীবনধারণের জন্য সামান্য সময় মাধুকরীতে দেওয়া ছাড়া বাকি সময় জুড়ে আকর গ্রন্থ পড়া, অনুবাদ করা, হাতে কপি করা, প্রুফ সংশোধন সব তিনি একা হাতে করতেন।"[৩]

এভাবে গভীর মনোযোগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে তিনি কঠোর পরিশ্রমে চার খণ্ডে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' সংকলন করেন। এছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবনী', 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য' অথবা 'উজ্জ্বলনীলমণি, 'শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব' -এর (সম্পাদনা এবং টীকাভাষ্য) মতো বহু গ্রন্থ তাঁর হাতের ছোঁয়ায় প্রথম বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এই বছর তাঁর জন্মের ১২৫ বছর। তিনি ছিলেন একজন 'ব্যতিক্রমী বৈষ্ণব সাধক। ১৯৫৭ সালে তাঁর জীবনের শেষ প্রুফ দেখেই তিনি মারা যান। এ যেন ইচ্ছামৃত্যু। সংশোধিত গ্রন্থের কাজ শেষ করেই যেন ইহলোক থেকে পরলোকে তাঁর পাড়ি দেওয়া।

বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে পরিবৃত নবদ্বীপের পাঠাভ্যাস দেখে ইংরেজরা এসে এই শহরকে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' বলেছিলেন।[৪] তবে তারও তিনশো বছর আগে এই শহরের বিদ্যাচর্চা বিস্মিত করেছিল ভারতের অন্যতম ধর্মীয় তীর্থ খাস মিথিলাকেও। মঠ-মন্দিরের শহরের সেই ঐতিহ্যেরই সেই সাক্ষ্য আজও বহমান ধারায় অব্যাহত। সেই নবদ্বীপধাম ধর্মধামে শান্তি ও সমৃদ্ধির ললিত ভাবনারই পরিচয় মেলে এক শীর্ণকায় বৈষ্ণবের কথায়। তাঁর কথার বুনট মানুষকে পথ দেখিয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়-

> ‘‘যমুনার তীরে বসে হাপুস নয়নে চোখের জল ফেলছিলেন তিনি। শূন্য দৃষ্টি। আকুল কণ্ঠে কখনও ‘হা কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু’ বলে হাহাকার করে উঠছেন। আবার কখনও উচ্চৈঃস্বরে ডাক ছাড়ছেন হা প্রভু সনাতন কৃপা কর। দিন যায়। রাত যায়।’’[৫]

কিসের জন্য তাঁর এই অবিরাম আর্তি কেউ জানে না। এমন সময় হঠাৎ একদিন তিনি দেখেন যমুনার তট ঘেঁষে ভেসে চলেছে একটি পুঁটুলি। প্রথমে গুরুত্ব না দিলেও পরে কী ভেবে তিনি দ্রুত নদীতে নেমে জলে থেকে তুলে আনলেন সেই পুঁটুলি। ভেজা সেই পুঁটুলি খুলতেই আনন্দে প্রায় উন্মত্তের মতো আচরণ করতে শুরু করলেন সেই বৈষ্ণব। অলৌকিক প্রাপ্তিতে উদ্বেল বৈষ্ণব বারবার পুঁথি মাথায় ধারণ করলেন, বুকে জড়িয়ে নিয়ে সেই পবিত্র পুঁথির ঘ্রাণ গ্রহণ করলেন। তারপর এক সময় শান্ত হয়ে ইষ্টদেবকে স্মরণ করে নিবিষ্ট চিত্তে পুঁথির পাঠোদ্ধারে মগ্ন হলেন। কিন্তু কি ছিল তাতে? কিসের সন্ধান তিনি পেলেন নদীতে ভেসে আসা পুঁটুলিতে? তার মধ্যে অন্য নানা কাগজপত্রের সঙ্গে মিলেছিল শ্রীসনাতন গোস্বামী বিরচিত ‘শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব’ গ্রন্থের একখানি অতি প্রাচীন পুঁথি। যে পুঁথিটির জন্য তিনি বৃন্দাবনসহ সমস্ত বৈষ্ণবতীর্থে ব্যর্থ অনুসন্ধান শেষে হতাশ হয়ে যমুনার তীরে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। শীর্ণকায় সেই বৈষ্ণবের দীক্ষা-পরবর্তী নামই শ্রীহরিদাস দাস। বৈষ্ণব জগতের বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এবং গ্রন্থকে ঘিরে ছড়িয়ে থাকা নানা কিংবদন্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁরই নাম।

সংক্ষিপ্ত জীবনী : গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের গ্রন্থকার শ্রীহরিদাস দাসের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল- শ্রীহরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী। জন্ম ৩০শে ভাদ্র ১৩০৫ (ইংরেজি ১৮৯৮ সালের ১৪ ই সেপ্টেম্বর) বঙ্গাব্দে। জন্মভূমি-নোয়াখালী জেলার ফেণী মহকুমার অন্তর্গত্ব মধুগ্রাম। পিতা- ঠাকুর গগনচন্দ্র তর্করত্ব ও পিতামহ গোলকচন্দ্র ন্যায়রত্ব। উভয়েই সে যুগের খ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর একমাত্র সহোদর ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা মণিন্দ্রকুমার চক্রবর্তী বাল্যকাল থেকেই বৈরাগ্যভাবাপন্ন হয়ে সংসার ত্যাগ করে উদাসীন জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। উভয় ভ্রাতাই আবাল্য ব্রহ্মচারী এবং অকৃতদার। কনিষ্ঠ ভ্রাতাই শ্রীমুকুন্দদাস বাবাজী নামে নবদ্বীপে হরিবোল কুটীরে হরিদাসের গুরুভ্রাতারূপে দীর্ঘ ১৫ বছর পর্যন্ত বসবাস করেছিলেন। হরেন্দ্রকুমার বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন এবং সসম্মানে সমস্ত রকম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সাত্ত্বিক সাধক এবং নিষ্ঠাবান নিবিড় গবেষক এই হরিদাস দাস কে? পিছনের ইতিহাস এইরকম—'নোয়াখালি জেলার ফেণি মহকুমার মধুগ্রামে বাংলার ১৩০৫ সনে তাঁর জন্ম। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল হরেন্দ্র নাথ। বাবা গগনচন্দ্র তর্করত্ন সৎ ব্রাহ্মণ এবং খ্যাতনামা পণ্ডিত’। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হরেন্দ্রনাথ গ্রামের ইংরাজি বিদ্যালয়ের বৃত্তি পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেন। ১৯১৯ সালে ম্যাট্রিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। চরম আর্থিক সঙ্কটের কারণে এরপর তিনি কুমিল্লার মুন্সেফের বাড়িতে গৃহ শিক্ষকতার বিনিময়ে পরবর্তী পড়াশোনা করতে থাকেন। রিপন কলেজ থেকে আইএ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩ সালে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে বিএ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯২৫ সালে সংস্কৃতে এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ছোট থেকেই হরেন্দ্রকুমার ছিলেন ধর্মানুরাগী। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-স্পৃহা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়শোনার সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ হয় বৈষ্ণব সাধক গিরিধারী হরিবোলা বাবাজীর সঙ্গে। নবদ্বীপে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম ‘হরিবোল কুটীরে’ যাতায়াত শুরু করেন হরেন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে এই হরিবোলা বাবাজীর কাছেই ‘বেশ-দীক্ষা’ গ্রহণ করেন হরেন্দ্রনাথ। কিন্তু এ সবের অনেক আগে থেকেই তিনি নবদ্বীপের পথে পথে মাধুকরী করা শুরু করেছিলেন। ভাবী গুরু তাঁর জাত্যাভিমান এবং পাণ্ডিত্যাভিমান নির্মূল করতেই এই ব্যবস্থা নির্দেশ করেছিলেন। এই সময়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া স্বর্ণপদক বিক্রি করে হরিবোল কুটীর সংলগ্ন জমি কিনে আশ্রমকে দান করেন। ১৩৪০ সনের বৈশাখ মাস। হরেন্দ্রকুমার ‘বেশাশ্রয়’ ধারণ করেন। দীক্ষান্তে নাম হল হরিদাস দাস। পঁয়ত্রিশ বছরের নবীন বৈষ্ণব গুরুর নির্দেশে গ্রন্থসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থ এবং পুঁথির অনুবাদ, বাংলায় টীকাভাষ্য রচনা, সম্পাদনার বিপুল কাজ হরিদাস দাস করে ছিলেন মাত্র চৌত্রিশ বছর সময়কালের মধ্যে। দিনে সতেরো আঠারো ঘণ্টা ধরে লেখাপড়ার কাজ করতেন হরিদাস দাস। নবদ্বীপের গঙ্গার ধারে দীনদরিদ্র হরিবোল কুটীরে জীবনধারণের জন্য সামান্য সময় মাধুকরীতে দেওয়া ছাড়া বাকি সময় জুড়ে আকর গ্রন্থ পড়া, অনুবাদ করা, হাতে কপি করা, প্রুফ সংশোধন সব তিনি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 21- 30
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

একা হাতে করতেন। এর সঙ্গে ছিল পুথি বা গ্রন্থের জন্য সারা দেশ জুড়ে ছোটাছুটি। খালি পা, অতি সাধারণ বেশভূষা এবং চরম অর্থাভাবকে সঙ্গী করে শ্রীহরিদাস দাস কার্যত অসাধ্য সাধন করেছিলেন। শুধু তাঁর কঠোর একক পরিশ্রমে নবদ্বীপের হরিবোল কুটীর দেশ-বিদেশের বৈষ্ণবশাস্ত্রের গবেষকদের কাছে এক বিশেষ প্রকাশনা সংস্থা হিসাবে মর্যাদা লাভ করেছে। ১৯২৫ সালে ২৭ বছর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বেদান্ত শাখায় সংস্কৃত এম এ পাশ করেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। এর কিছুদিন পূর্বেই তিনি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীশ্রীহরিমোহন শিরোমণি প্রভুর নিকট হতে দীক্ষা লাভ করেন। তারপর তিনি কিছুদিন কুমিল্লার 'ঈশ্বর পাঠশালা'য় শিক্ষকতা করেন এবং গুরুর যে ঋণ তা শোধ করবার জন্য শিক্ষকতা কার্য গ্রহণ করেন এবং তা শোধ হওয়া মাত্র শিক্ষকতা পেশা ত্যাগ করেন। শিক্ষকতাকালে তিনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্যের সঙ্গে চারিত্রিক শক্তির মিশ্রণদ্বারা সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। শিক্ষক হিসাবে কঠোর ও কোমলের অসাধারণ সমন্বয় ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর সময়নিষ্ঠা, কর্তব্যনিষ্ঠা সকলের কাছে বিস্ময়ের উদ্রেক করত। তাঁর হৃদয় ছিল স্নেহে পরিপূর্ণ। এই সময় তিনি তীব্র বৈরাগ্য অনুভব করায় সংসার ত্যাগ করে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনে বাস করে বৈষ্ণবজনোচিত কঠোর সাধন জীবন যাপন করতে থাকেন।

এরপর কিছুকালের জন্য তিনি পুনরায় কুমিল্লা কলেজের অধ্যাপকের কাজও করেছেন। তারপরে শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিবোল সাধুর নিকট সাধুবেশ ধারণপূর্বক হরিদাস দাস নামে পরিচিত হওয়ার পরে দীর্ঘকাল যাবৎ নিত্য মাধুকরী করে নবদ্বীপেই বাস করতেন। শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিবোল উচ্চৈঃস্বরে 'হরিবোল' কীর্তন করতেন বলে নবদ্বীপের সকলে তাঁকে হরিবোল সাধু বলেই চিনতেন। হরিদাস দাসও তাঁর সঙ্গেই হরিবোল কুটিরে থাকতেন। পরবর্তীকালে হরিদাস দাস নিজ পরিচয় দেওয়ার সময় পিতার নাম শ্রীশ্রীগিরিধারী হরিবোল বলতেন ও পূর্বাশ্রমের পরিচয় এবং নিজ উচ্চশিক্ষার ও পদবীর কথা সমস্ত কিছুই পরিহার করে চলতেন। কেউ সেই পরিচয়ের কথা জানতে চাইলে তিনি বলতেন-

"তিনি তো মারা গিয়াছেন"[৬]

এমনই অতি সাধারণ মানুষের মতো মূর্ত বিগ্রহ ছিলেন তিনি। বাংলা ১৩৫১ সনে (ইংরেজি ১৯৪৪ সালে) শ্রীহরিবোল সাধু পুরীতে দেহত্যাগ করেন। পূজনীয় হরিদাস দাস বৃন্দাবনে থাকাকালীন গোবিন্দকুণ্ডে কঠোর সেবাব্রত গ্রহণ করে কিছুকাল বাস করছিলেন। তখনই সিদ্ধ বাবাজী শ্রীল মনোহর দাসজীর কৃপা নির্দেশ লাভ করেন। তাঁরই নির্দেশে তিনি লুপ্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ উদ্ধারে ব্রতী হন। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই ব্রত ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গিয়েছেন।

এই গ্রন্থসেবার মাধ্যমেই যে তাঁর জীবনে দৈবী শক্তির স্ফূরণ ঘটেছিল এবং তিনি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপালাভ করেছিলেন তার ইঙ্গিত রয়েছে একটি অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার মধ্যে। এই ঘটনাটি তিনি মৌখিকভাবে অনেকের কাছে বর্ণনা করেছেন। 'শ্রীশ্রীসুদর্শন' পত্রিকার বাংলা ১৩৬৪ সনের ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত ভক্তপ্রবর শ্রীসুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় লিখিত প্রবন্ধে এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। বর্ণনাটি এমন -

> "একবার তিনি (হরিদাস দাস) শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর বিরচিত 'শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব' গ্রন্থের পুঁথি অনেক অনুসন্ধানের পরেও না পাইয়া যমুনার তটে বসিয়া 'হা প্রভু সনাতন' নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন এবং ঝর ঝর নেত্রে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটি কাগজের পুটুলী যমুনার তট ঘেঁষিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। উৎসুক্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি দ্রুত পদে যাইয়া পুটুলীটি তুলিয়া লইলেন এবং খুলিয়া দেখিলেন অন্যান্য কাগজের সহিত শ্রীসনাতন প্রভুর রচিত 'শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব' গ্রন্থের অতি প্রাচীন একখানা পুঁথি। তদর্শনে তিনি আনন্দে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং সেই পুঁথিকে মস্তকে ধারণ করিলেন, পরে বক্ষে ধারণ করিয়া পুনঃপুনঃ ঘ্রাণ নিতে লাগিলেন।"[৭]

হরিদাসের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : হরিদাস দাসের চরিত্রে দৈবী সম্পদের আতিশয্য ছিল ও বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও অদোষদর্শন, দৈন্য-ভাব, সদাচার, ত্যাগ ও বৈরাগ সাধনের এত প্রাবল্য ছিল যে, যে-কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা সকলেই আকৃষ্ট হয়েছেন তার জীবনদর্শন দেখে। অথচ তাঁর সুদীর্ঘ দেহ, সুপ্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসা, সংযত বাক্ ও ক্ষিপ্রগতির মধ্যে ছিল এক তেজোদীপ্ত ব্যক্তিত্বের অভ্রান্ত আভাস। যা মানুষকে সহজেই অনুকরণযোগ্য করে তুলত। তবে হরিদাস দাস বাবাজী

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 21- 30
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

লোকচক্ষুর অন্তরালেই থাকতে ভালোবাসতেন। সভা-সমিতিতে কস্মিনকালেও উপস্থিত হতেন না। শাস্ত্রপাঠের আমন্ত্রণ আসলেও তা তিনি সযত্নে পরিহার করতেন। তা সত্ত্বেও যাঁরা বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, তাঁরা দূর দূরান্তর হতে এই নিরব সাধকের প্রতি সবিনয়ে অন্তরের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করেছেন। শুধুর সুইডেন থেকে এসে অধ্যাপক ওয়ালথার আইড্‌লিথস্‌ (Walther Eidlitz) এবং জার্মানির ডক্টর ই. জি. সুলজে (E. G. Shulze) অকুণ্ঠ ভাষায় এই বাবাজীর গ্রন্থসেবার ভুয়সী প্রশংসা করেছেন। ধনজন-বলবর্জিত সন্ন্যাসী একাকী যে অপরিসীম শ্রম ও অতুলনীয় অধ্যবসায়ের ফলে এই বিরাট বিপুল সম্পদশালী গ্রন্থ সংকলন করেছেন তা ভাবলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। একথা সত্য যে তাঁর রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থরাজীর মধ্যেই পূজনীয় হরিদাস দাস বাবাজী চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

বর্তমান কালের সংকলিত শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের দ্বিতীয় খণ্ডে হরিদাস বাবাজীর চরিত্র সম্পদ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে-

> "বাবাজী হরিদাস দাস ভক্ত-বিদ্বদ্‌ গোষ্ঠীর আদর্শস্থানীয় ক্রান্তদর্শী পুরুষপ্রবর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হইলে-আজানুলম্বিত বাহু, যুগ্ম ভ্রূ কর্ণোপান্তবিস্তৃত, পুষ্পিতস্মিতশুচি বদনমণ্ডল, প্রিয়া-গৌরস্নেহসংপুষ্ট মিষ্ট দৃষ্টি-লোকোত্তর প্রতিভা ও সাধনশক্তির অধিকারী হইয়াও তৃণের থেকেও সুনীচ বাবাজী মহারাজ দুই বাহু বাড়াইয়া কতই যতনে নিজের আসন ছাড়িয়া বসাইবার জন্ত কি আকুল আগ্রহ-ই না প্রকাশ করিতেন।"[৮]

হরিদাস দাস বাবাজী ভক্তিধর্ম লালন-পালনের জন্য কি অসাধ্য সাধনই না করেছেন। সে সম্পর্কে জানা যায় –

> "একদিন জীবনের প্রত্যুষে পিকবিনিন্দ্যকণ্ঠ কোনও কিশোরের কণ্ঠস্বরে রাধামাধবের মিষ্ট নাম শ্রবণ করিয়া তাঁর যে ভাবসম্মোহ ঘটিয়াছিল, সে সম্মোহভাব তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষায় কাটিলো না, জীবনের সুদীর্ঘ তপস্তায়ও কাটিতো না, যদি না তিনি বিশিষ্ট গুরুকৃপার অধিকারী হইতেন।"[৯]

এ বিষয়টি তিনি তাঁর অগণিত গ্রন্থের ভূমিকায় বা স্থানান্তরে বহুবার বহুভাবে বলেছেন। মাধব মহোৎসব-মহাকাব্যের বঙ্গানুবাদের প্রারম্ভে তিনি তাঁর সুশিষ্য যশোবন্ত গুরুপরম্পরায় নামকীর্তন করে অসম্ভব আনন্দ লাভ করেছেন। লোকোত্তর সাধনার পশ্চাতে অনাবিল হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত গুরুভক্তি তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার কণ্ঠে বিজয়ের বরণীয়তম মালা পরিয়ে দিয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। ডক্টর অমরেশ্বর ঠাকুরের মতো প্রমুখ শিক্ষাদাতা গুরুজনকে তিনি দেখামাত্র যেভাবে ছুটে গিয়ে ছেলেমানুষের মতো সাষ্টাঙ্গ প্রণতি নিবেদন করতেন, তা থেকেই তাঁর হৃদয়ের গভীরতম অন্তস্থল পর্যন্ত যে ক্ষীণদৃষ্টিধর ছিল তা আমরাও জানতে পারি।

হরিদাসের সাহিত্য সেবা : একজন গ্রন্থকারের প্রতি ভক্ত্যর্ঘ্য নিবেদনে প্রাথমিক কর্তব্য নিশ্চয়ই তাঁর গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা। তাঁর শ্রীগ্রন্থগুলি অশেষ নিষ্ঠা, ভক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারে দ্বারে, মঠ হতে মঠান্তরে, গ্রন্থাগার হতে ছোট, বড় অগণিত গ্রন্থাগারে উন্মতের মতো তিনি ছুটে গিয়েছেন বৈষ্ণব মহাজনদের কিছু রচনা, কিছু সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্তে। কোথায় অন্ন, কোথায় জল, কোথায় শয়ন, কোথায় আশ্রয়- কিছুই তিনি ভাবেননি। একমাত্র লক্ষ্য ছিল লুপ্ত ভক্তিশাস্ত্র রত্নোদ্ধার। এই মণিমাণিক্যের নিজস্ব দ্যুতি চতুর্দিকে প্রকাশন মুখে বিকিরণ করে তিনি সন্তুষ্ট হননি, সেই আলোকমালার চতুষ্পার্শ্বে তিনি মাতৃভাষার অম্লান দ্যুতিসমুজ্জল বর্তিকাস্তম্ভ সারি সারি প্রোথিত করে গিয়েছেন। বর্তমান কাল তাঁর ধূলিধূসর হাতের স্পর্শে যেন এর প্রতি সংপ্রসারণ করতে না পারে। এই গ্রন্থরত্নসমূহের সমুদ্ধরণের পর তিনি অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থ সমূহেরও সহায়তা নিয়ে তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য, মধ্যযুগীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অভিধান প্রভৃতি রচনা করে বৈষ্ণব সাহিত্যের পরিধি পরিক্রমায় শুধু ব্রতী হননি, অশেষ সার্থকতা অর্জন করেছেন। এ প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ প্রার্থনা নিবেদন করে বলেছেন-

> "এই ভক্তসেবীদত্তপ্রাণ অমিতসাহস পরম পণ্ডিতের লোকোত্তর সাধনা অনাদি অনন্তকালের গৌরব-সমুজ্জ্বলভালে প্রোজ্জলতম হীরকের বিমলতম দ্যুতি বিকিরণ করুক-জননী বিষ্ণুপ্রিয়া ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীশ্রীচরণ কমলে এই কাতর প্রার্থনা।"[১০]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 21- 30
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যে সকল ক্ষণজন্মা প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ মনন-শক্তি দ্বারা বেঁচে থাকেন, বৃক্ষলতার মতো, বা পশুপক্ষীর মতো কেবল জীবনীশক্তির দ্বারা প্রাণ ধারণ করেন না, পূজনীয় হরিদাস দাস বাবাজী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনে মননশীলতা, মনীষা, প্রজ্ঞা, ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, বৈষ্ণব সাধনা ও ভজন কুশলতা কি ভাবে শুগন্ধি ফুলের মতো বিকশিত হয়ে চারিদিকে সৌরভ বিস্তার করেছিল, তাঁর সম্পাদিত ও বিরচিত ৬৬ খানা গ্রন্থের ভিতর দিয়েই তার পরিচয় পাওয়া যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য, গৌড়ীয় বৈষ্ণবতীর্থ (শ্রীপাট বিবরণী), গৌড়ীয় বৈষ্ণব জীবন বিষয়ক চার খণ্ডের ভূমিকায় তাঁর সুদূর প্রসারিত দৃষ্টি, সমন্বয়বোধ ও সার্বভৌমিক বিশ্বজনীন উদারতা সৌর কিরণের মতো স্বকীয় আলোকে স্বপ্রকাশিত হয়েছেন। 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' চার খণ্ডে সমাপ্ত করে তিনি শুধুমাত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগৎকে নয়, সমগ্র বিশ্বের ধর্মপিপাসু জিজ্ঞাসু নরনারীকে অপরিশোধনীয় গুণে আবদ্ধ করে গিয়েছেন। বিস্ময়ের বিষয় বর্তমান কালের মতো এর জন্য কোনো সম্পাদকীয় সংঘ (Board of Editors) গঠন করতে হয়নি। তিনি একাকী অপরিসীম পরিশ্রম, অতুলনীয় অধ্যবসায় ও অননুকরণীয় সহিষ্ণুতার ফলে এই বিরাট বিপুল সম্পদশালী গ্রন্থ সংকলন করে অবিশ্বরণীয় অতিমানবীয় প্রতিভার ও অনস্বীকার্য গুরু-কৃপার পরিণত পরিপূর্ণ রসাল ফল মানব জাতির কল্যাণের জন্য রেখে গিয়েছেন।

গ্রন্থতালিকা : শ্রীধাম নবদ্বীপ হরিবোল কুটীর হতে প্রকাশিত এবং শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী সাহিত্যসেবিত শ্রীশ্রীগৌড়ীয় গৌরব গ্রন্থগুচ্ছ –

১। শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব, ২। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন মহিমামৃতম, ৩। আশ্চর্য্যরাসপ্রবন্ধ, ৪। শ্রীগোপালতাপোনী (টীকাদ্বয়োপেতা), ৫। শ্রীকৃষ্ণাভিষেক, ৬। শ্রীশ্রীমথুরামাহাত্যম, ৭। শ্রীসামান্যবিরুদাবলীলক্ষণম্, ৮। শ্রীগোপালবীরুদাবলী, ৯। শ্রীমাধবমহোৎসবং (মহাকাব্যম্), ১০। শ্রীরাধাকৃষ্ণার্চ্চনদীপিকা, ১১। ধাতুসংগ্রহঃ, ১২। শ্রীযোগসারস্তব-টীকা, ১৩। শ্রীভক্তিরাসামৃতশেষ, ১৪। শ্রীকৃষ্ণাকাহ্নিক-কৌমুদী, ১৫। শ্রীনিকুঞ্জকেলি-বিরুদাবলী, ১৬। শ্রীসুরতকথামৃতাম, ১৭। শ্রীচমৎকার চন্দ্রিকা, ১৮। শ্রীদানকেলিচিন্তামণিঃ, ১৯। সিদ্ধান্তদর্পণ, ২০। ঐশ্বর্য-কাদম্বিনী, ২১। মুক্ত চরিতের পয়ারে অনুবাদ, ২২। শ্রীকৃষ্ণবীরুদাবলী, ২৩। শ্রীশ্যামানন্দ শতকম, ২৪। ছন্দকৌস্তভঃ, ২৫। শ্রীগৌরাঙ্গবিরুদাবলী, ২৬। দুর্লভসার, ২৭। পরতত্ত্বগৌর, ২৮। কাব্যকৌস্তুভঃ, ২৯। শ্রীগোবিন্দ-রতিমঞ্জুরী, ৩০। সাধনদীপিকা, ৩১। দশশ্লোকীভাষ্যম, ৩২। নন্দীশ্বরচন্দ্রিকা, ৩৩। আর্যাশতকম, ৩৪। গৌরচরিতচিন্তামণি, ৩৫। গীতচন্দ্রোদ্বয়, ৩৬। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরত্নপ্রকাশঃ, ৩৭। সংগীত মাধবঃ, ৩৮। মুরারিগুপ্তের কড়চা, ৩৯। ব্রহ্মসংহিতা, ৪০। শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য, ৪১। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ, ৪২। প্রেয়োভক্তিরসার্ণব, ৪৩। শ্রীশ্যামচন্দ্রোদয়, ৪৪। শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব, ৪৫। গোবিন্দলীলামৃত (মূল), ৪৬। গোবিন্দবল্লভ-নাটকম্, ৪৭। রসকলিকা, ৪৮। ভাবনাসারসংগ্রহ, ৪৯। পদ্ধতিত্রয়ম্ (১ম খণ্ড), ৫০। পদ্ধতিত্রয়ম্ (২য় খণ্ড), ৫১। পদ্ধতিত্রয়ম্ (৩য় খণ্ড), ৫২। বৃহদ্ভাগবতামৃতকণা, ৫৩। শীঘ্রবোধ-ব্যাকরণম্, ৫৪। শ্রীচৈতন্যমতমঞ্জুষা, ৫৫। গৌড়ীয়বৈষ্ণবতীর্থ, ৫৬। গৌড়ীয়বৈষ্ণবজীবন (প্রথম খণ্ড), ৫৭। গৌড়ীয়বৈষ্ণবজীবন (দ্বিতীয় খণ্ড), ৫৮। শ্রীনামামৃতসমুদ্র, ৫৯। বৈষ্ণবানন্দিনী, ৬০। উজ্জ্বলনীলমণি, ৬১। হরিভক্তিতত্ত্বসার, ৬২। প্রযুক্তাখ্যাতমঞ্জরী, ৬৩। শ্রীনিবাসাচার্য্য-গ্রন্থমালা, ৬৪। গীতগোবিন্দ, ৬৫। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব অভিধান (প্রথম খণ্ড), ৬৬। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণব অভিধান (২য় খণ্ড, ৩য় খণ্ড এবং ৪র্থ খণ্ড)।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান দ্বিতীয় ভাগ সম্পর্কে কিছু কথা : যথারীতি, সর্বনিয়ন্তা শ্রীভগবানের ইচ্ছায় 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান'- দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে প্রকাশিত হওয়ার সময় তিনি আর বেঁচে ছিলেন না। তাই তাঁকে বেদনার্ত হৃদয়ে স্মরণ করে গ্রন্থকার পূজ্যপাদ হরিদাস দাসজীকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই প্রয়াস নেওয়া হয়েছিল বৈষ্ণব সমাজের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে হরিবোল কুটীরের তত্ত্বাবধানে। মর্ত্যলোকে থেকে তিনি তাঁর সুদীর্ঘ সাধনার ফল এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ প্রকাশিত রূপ দেখে যেতে পারেননি। প্রথম খণ্ড সম্পূর্ণ প্রকাশিত হওয়ার পরে তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের কাজ প্রায় সমাপ্ত করে ফেলেছিলেন। অভিধানে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব এর পূর্বকাল হতে প্রায় চারশো বছর ধরে লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, অলংকার, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, পদাবলী, চরিতাবলী, ভাষা, টীকা অনুবাদ সহ বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক শব্দাবলীর অর্থ প্রদর্শন সহ বিচার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা করে এটিকে

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 21- 30
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বৈষ্ণব ধর্মীয় কোষগ্রন্থ হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন। দেহরক্ষার পূর্ব দিনেও এই গ্রন্থের শেষ প্রুফ, প্রেসে দিয়ে তিনি বলেছিলেন-

> "আমার দেহ ভাল নয়, এবার আর বাঁচিব না, অভিধান গ্রন্থও শেষ হইবে, সঙ্গে সঙ্গে হরিদাস দাসও শেষ হইবে।"[১১]

বস্তুত তাই-ই হয়েছে। এই অভিধান গ্রন্থটি সমাপ্তির জন্য দৈনিক ১৬/১৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করে তিনি তিলে তিলে বৈষ্ণব সেবায় জীবন দান করেছিলেন। ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭ সাল, শুক্রবার (বাংলা ৩রা আশ্বিন, ১৩৬৪ সনে), মহালয়ার ৩ দিন পূর্বে মাত্র ৭/৮ ঘন্টা রোগ ভোগ করে এই নিরব সাধক, বৈষ্ণব সাহিত্যিক পরম ভাগবত ৫৯ বৎসর বয়সে কলকাতায় দেহরক্ষা করেন। আর মাত্র তিনদিন বেঁচে থাকলেই হয়ত এই গ্রন্থ সেই বছরে মহালয়ার পুণ্য তিথিতেই প্রকাশিত হত। তাঁর এই অকস্মাৎ তিরোভাবের কারণে দ্বিতীয় ভাগের প্রকাশ এক বছর পিছিয়ে গেল।

বাবাজী মহারাজ স্বয়ং এই খণ্ডের অবতরণিকা পর্যন্ত লিখে গিয়েছিলেন-যদিও তিনি তার চূড়ান্ত সংশোধন দেখে যেতে পাবেননি। গ্রন্থের শেষ দুই ফর্মার ২টি করে প্রুফও তিনি নিজেই দেখে গিয়েছেন এবং প্রায় তাঁর ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হলো। তথ্যাদি নিরূপণ বিষয়ে তিনি অতিশয় যত্নশীল ছিলেন। তিনি নানা স্থানে অনুসন্ধান করে কয়েকটি সন্দেহ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়ার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর সেই চেষ্টার ফল সম্পূর্ণ গ্রন্থযুক্ত করে যেতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য-

> "নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের লিখিত 'নদীয়ার ইতিহাসের কয়েকটি সমস্যা' প্রবন্ধটি 'বঙ্গশ্রী' মাসিকে ছাপা হয়েছিল ভেবে তিনি সেই সংখ্যার কাগজও সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেন। শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল গোস্বামী মহাশয় জানিয়েছেন যে ঐ প্রবন্ধটি 'বঙ্গশ্রী'তে নয়- 'প্রবাসী' পত্রিকার ১৩৪৫ সনের বৈশাখ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।"[১২]

বৈষ্ণব অভিধানের অভিধান ব্যবহারের কুঞ্চিকা হিসাবে যে সমস্ত বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছিল সেগুলি হল- প্রথম খণ্ডে: সংস্কৃত-প্রায় শব্দাবলি, তবে কখনও কখনও দেশজ ও অপ্রচলিত শব্দের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করে তার আভিধানিক অর্থ গ্রন্থায়ন করা হয়েছে। এই খণ্ডের প্রথমাংশে অবতারণিকা লিখেছেন বাবাজী সাহিত্যসেবী শ্রী হরিদাস দাসজী। এরপর মুদ্রিত ও অমুদ্রিত যাবতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থে ব্যবহৃত সংস্কৃত, তৎসম ও তদ্ভব সমস্ত পারিভাষিক, দার্শনিক ও কঠিন কঠিন শব্দাবলির আকর-স্থান-সহ তার অর্থ তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। পাশাপাশি অক্ষর অনুসারে বর্ণানুক্রমিক ব্যবহৃত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ নিরূপণ করেছেন। এভাবে ৯৩২ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রথম খণ্ডটি শেষ করেছেন। এই খণ্ডটি বর্তমানে কলকাতা স্থিত সংস্কৃত বুক ডিপো কর্তৃক বাংলা ১৪২১ সনে প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে: শ্রীবিদ্যাপতি ও শ্রীচণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে শ্রীমনোহর চক্রবর্তী পর্যন্ত যাবতীয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর হিন্দি, ব্রজভাষা, মৈথিলী, ওড়িয়া ও বাংলা ভাষায় প্রচলিত দেশিয় এবং বিদেশি কঠিন ও শক্ত শব্দসমূহের অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে সঙ্গীত পরিভাষা হিসেবে বিভিন্ন পদাবলীর ভাষা, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, রস, অলংকার, কীর্তনের উপাঙ্গভেদ, চৌষট্টি রসের কীর্তন, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য, গৌরচন্দ্র ইত্যাদি বিষয় পরিবেশিত হয়েছে। এর পাশাপাশি সংগীত পরিভাষা বিশেষভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। বর্তমানে কলকাতার সংস্কৃত বুক ডিপো প্রকাশনা সংস্থা দ্বিতীয় খণ্ড নামে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের যে অভিধান প্রকাশ করেছে সেখানে শ্রীহরিদাস দাস লিখিত দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় খণ্ড এবং চতুর্থ খণ্ড একত্রে দ্বিতীয় খণ্ড নামে প্রকাশিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে শ্রীহরিদাস লিখিত দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু বর্তমানের দ্বিতীয় খণ্ডের ৯৩৩ থেকে ২০৬৫ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। তৃতীয় খণ্ডটি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থাবলির সংক্ষিপ্ত বিবৃতি, বিচার-বিশ্লেষণ এবং গ্রন্থকার, সাধু, মহাজন ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পাত্রগণের জীবনী সংকলন। এই খণ্ডের চরিতাবলী অংশে শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদদের জীবনী বিবৃত হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে দেবদেবী বিষয়ক বৃত্তান্ত এবং গ্রন্থাবলী অংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্য সমুহের গবেষণামূলক সার-সংকলন লিখিত হয়েছে। চতুর্থ খণ্ডের, তীর্থাবলী অংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ এবং ধর্মধামের যথেষ্ট পরিচিতি, বৈশিষ্ট্য, উৎসবাদির বিবরণ- প্রভৃতির ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ হয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে সংস্কৃত বাংলা ছন্দঃ, ধাতুরূপ সহ সমগ্র অভিধানে উল্লেখিত শব্দাবলীর অর্থ বিশ্লেষিত হয়েছে। সর্বমোট ২,০৬৫ পৃষ্ঠার মধ্যে উক্ত অভিধান সমাপ্ত হয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 21- 30
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সংকলিত আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন। গ্রন্থটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন দু'টি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। বর্তমানে দুই খণ্ড একত্রে প্রকাশ করেছে কলকাতার সংস্কৃত বুক ডিপো প্রকাশন সংস্থা। বাংলা ১লা বৈশাখ ১৪২২ সনে গ্রন্থটি প্রকাশিত। এতে চৈতন্যের প্রায় সমস্ত পরিকর-সহচর এবং চৈতন্য পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিখ্যাত সাধু-সন্ত, মহাজন, মহান্ত এবং বাবাজীদের জীবনপঞ্জি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের শুরুতে তিনি উল্লেখ করেছেন-

> "ইতিহাসের ব্যাপকতা অতি বিশাল ও মহামহনীয়, স্থাবর-জঙ্গম, জীব-অজীব, মূর্ত্ত-অমূর্ত্ত প্রতি পদার্থের ইতিহাসে আছে - ক্রমবিকাশ আছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতি সকল বিষয়ের ইতিহাস আছে। তেমনই গৌড়ীয় মহাজীবনেরও ইতিহাস আছে।"[১৩]

শ্রীহরিদাস দাস বাবাজী লিখিত আরেকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সাহিত্য। তাঁর লিখিত এটি একটি আকর গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বকাল হতে প্রায় চারশো বছর যাবত লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, কাব্য, নাটক, স্মৃতি, অলংকার, ছন্দঃ, ব্যাকরণ, চরিতাবলী, টীকাভাষ্য, অনুবাদ সহ বিভিন্ন সাহিত্য বিষয়ক বিচার বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলা ১৪২২ সনে কলকাতার সংস্কৃত বুক ডিপো থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত। সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এই গ্রন্থটিতে শ্রীহরিদাস বাবাজীর কঠোর তপস্যাময় জীবনের গবেষণালব্ধ জ্ঞানের স্ফূরণ ঘটেছে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি উল্লেখ করেছেন-

> "করুণাবরুনালয় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রেরণায় ও শুভ ইচ্ছায় প্রচুরতর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া 'শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য' সহৃদয় পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন। এ জাতীয় একখানা গ্রন্থির অভাব বহুদিন হইতেই চিত্তের অন্তস্থলে জাগরুক ছিল, কিন্তু এই দীনহীন সেবকের তদুপযোগী পাণ্ডিত্যপ্রকর্ষ, বুদ্ধি-প্রাখর্য্য, উজ্জ্বল প্রতিভা, ভুয়োদর্শিতা বা জ্ঞানবৈভবাদি উপকরণের কিছুই নাই বলিয়া দীর্ঘদিন যাবত অন্তঃসুপ্ত বাসনাটিকে চাপিয়াই রাখিয়াছিলাম; যাঁহারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে অধিকতর মনোমদ ও তৃপ্তিপ্রদ সর্বাঙ্গসুন্দর রচনাই করিতে পারিতেন বলিয়া বিশ্বাস করি, তাঁহাদের শ্রীচরণেও এজন্য কাতরে নিবেদন করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা আমার বাক্যে কর্ণপাত করিলেও কার্যে তাহা পরিণত করেন নাই। অগত্যা যৎসামান্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া শ্রীশ্রীগৌড়ীয়া বৈষ্ণব-সাহিত্যের ক্ষুদ্রতম সেবা করিবার জন্য ব্রতী হইলাম।..."[১৪]

১৯৫৭ সাল বা তার পরবর্তীকালে শ্রীহরিদাস দাস বাবাজীর জীবনে ঘটে যাওয়া একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী মহোদয় গুণীর গুণমর্যাদা স্বীকার করে জাতীয় জীবনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রেখে এই অপ্রকাশিত অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ মুদ্রণ ও প্রকাশনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তহবিল থেকে ১১,৪৪৮ টাকা সরকারি সাহায্য মঞ্জুর করে গ্রহণান্তে রাহুকবলযুক্ত চন্দ্রের মতো 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান' রক্ষা করে সংস্কৃতি ও সাহিত্য জগতের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। এই সাহায্য মঞ্জুর করবার পূর্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়েছিল- তাঁদের মতে এই গ্রন্থ একটি বৈষ্ণব সাহিত্যের বিশ্বকোষের মতো (Encyclopaedia), যাতে একজন অনন্য সাধারণ সাহিত্যকর্মীর বহু বছরের গবেষণার ফল অঙ্গীভূত হওয়ায় এর উৎকর্ষ অতি উচ্চদরের এবং এজন্য এটা সরকারি পৃষ্টপোষকতা পাওয়ার অতিশয় যোগ্য। গভর্ণমেন্ট এই অভিধান প্রকাশনের জন্য নিযুক্ত ছয়জন সদস্যসহ একটি কমিটি গঠন করে তাঁদের হাতে এই এন্থ প্রকাশ ও সত্ত্বর সর্বসাধারণের কাছে সুপ্রাপ্য করবার ভার অর্পণ করেন। এই সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান প্রকাশন সমিতির সদস্যবৃন্দ হলেন- শ্রীলপ্রভুপাদ নিমাইচাঁদ গোস্বামী- চেয়ারম্যান, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, অধ্যক্ষ জনার্দন চক্রবর্তী, অধ্যাপক নরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রীমুকুন্দ দাস বাবাজী ও ডক্টর সতীশচন্দ্র রায়- সম্পাদক। তার পাশাপাশি একটি বিশেষ বিষয় উল্লেখ করে বলা হয় যে -

> "আজ পরমভাগবত বৈষ্ণব ভক্তাগ্রগণ্য গ্রন্থকারের আত্মা ঋণমুক্ত হইয়া ও তাঁহার দীর্ঘবর্ষব্যাপী সাধনার সাফল্য দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন ইহাই আমাদের সাধনা। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর পঞ্চশত জন্ম বার্ষিকীর ২৭ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের মহিমাই জয়যুক্ত হইবে। বাবাজী মহারাজের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 03
Website: https://tirj.org.in, Page No. 21- 30
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> তিরোধানের পর সরকারী সাহায্য লাভের ব্যাপারে আমরা বহু লোকেরই সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি- হরিদাস দাসজীর প্রতি প্রীতি ও ভক্তি বশতই তাঁহারা সাধ্যমত গ্রন্থ প্রকাশনে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বল্লবাদের প্রয়াসী নহেন।"[১৫]

এলম্ প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র মহাশর আদ্যোপান্ত এই গ্রন্থের মুদ্রণে, প্রুফ সংশোধনে, দপ্তরীর বাঁধাই তত্ত্বাবধানে ও সর্বপরি তাঁর প্রাপ্যের এক দশমাংশ বাদ দিয়ে যে ত্যাগ স্বীকার ও বদান্যতার পরিচয় দিয়েছেন সেজন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধার্হ ও কৃতজ্ঞতা ভাজন। যাঁদের সাহায্য প্রাপ্তির কথা মাননীয় গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে স্বীকার করেছেন তা ছাড়া দু'জন ভক্ত যথাক্রমে- শ্রীমতী দুর্গাদেবী ২৩০০ টাকা ঋণ ও শ্রীহেরম্ব ভট্টাচার্য্য ৫০০ টাকা ঋণ দ্বারা অত্যন্ত বিপদের সময় গ্রন্থকারকে সাহায্য করেছিলেন- এটা তাঁর দৈনিকীতে উল্লিখিত আছে। সরকারি সাহায্য থেকে মাননীয়া মহিলাটির ঋণ শোধ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষোক্ত দাতার ঋণ শোধ করা হয়নি বলে বাবাজী মহারাজের সাহায্য প্রাপ্তির তালিকায় তাঁর নাম কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মুদ্রিত করা হয়েছিল উক্ত গ্রন্থে। সময় ছিল বাংলা ৩০শে ভাদ্র, ১৩৬৪ (ইংরেজি ১৯৫৭ সাল) বঙ্গাব্দ।

তবে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন দুর্লভ পুঁথির সংগ্রহ করতে গিয়ে নানা ভাবে বিপদে পড়েছেন তিনি। সামান্য লণ্ঠনের আলোয় বিরামহীন পড়াশুনা করতে করতে তাঁর চোখ দিয়ে ক্রমাগত জল পড়ত। ডান হাত অসাড় হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসক এবং শুভানুধ্যায়ীদের বারণ সত্ত্বেও সেকাজে এক দিনের জন্যও বিরত হননি। তাঁর জীবনের শেষ পর্বে নিদারুণ অর্থাভাব এবং শারীরিক কষ্টের মধ্যেও যখন দ্রুত গতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের কাজ করছেন, তখন কাছের মানুষদের বলতেন-

"অভিধান শেষ, হরিদাসও শেষ।"[১৬]

কী আশ্চর্য! হলও তাই-ই। অভিধানের শেষ খণ্ডের শেষ চার ফর্মার প্রুফ সংশোধন করার সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়। সেটা ১৯৫৭ সাল। নবদ্বীপের হরিবোল কুটীরে এখন তাঁর প্রকাশিত বইয়ের সামান্যই পাওয়া যায়। আশ্রমের বর্তমান অবস্থাও খুবই শোচনীয়। কোনো রকমে কয়েকজন মঠবাসী বৈষ্ণব আধপেটা খেয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। তাঁদের অভিযোগ, বিভিন্ন সময়ে কলকাতা থেকে লোকজন এসে বই নিয়ে গিয়েছেন যৎ সামান্য অর্থের বিনিময়ে। তারপর সেই সব বই কলকাতার একাধিক প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত হয়ে বাজারে চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু যাঁদের বই তাঁরা এ জন্য একটি পয়সাও পাচ্ছেন না। হরিবোল কুটীরের বঞ্চনার সেই ধারাবাহিকতা সমানে আজও চলছে।

Reference:

১. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ৬ষ্ঠ সং, ২০২০, পৃ. ৫৭-৫৯

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস, শেষ প্রুফ দেখেই মারা যান হরিদাস, আনন্দবাজার অনলাইন, নবদ্বীপ, নদিয়া, ১১ই মার্চ, ২০১৬, ১ : ৫৩

৩. শী, রাখহরি, ব্যতিক্রমী বৈষ্ণব সাধক শ্রীহরিদাস বাবাজী, বিশেষ আলোচনা সভা, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, নবদ্বীপ, নদিয়া, ১৭ সেপ্টেম্বর, বৈকাল: ৫ ঘটিকা, ২০২৩

৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাশিস, পূর্বোক্ত

৫. দাস, শ্রীহরিদাস, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান, ২য় খণ্ড (২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড একত্রে), সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৪২১ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭

৬. তদেব

৭. তদেব, পৃ. ৮

৮. তদেব, পৃ. ৯

৯. শী, রাখহরি, প্রাগুক্ত

১০. দাস, শ্রীহরিদাস, পূর্বোক্ত

১১. ব্যতিক্রমী বৈষ্ণব সাধক: জন্মের ১২৫ বর্ষ, আনন্দবাজার পত্রিকা, নদীয়ার পাতা, ‘কড়চা’, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, পৃ.ক ২

১২. দাস, শ্রীহরিদাস, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

১৩. ঐ, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-জীবন, অখণ্ড, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৪২২, পৃ. iv

১৪. ঐ, শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাহিত্য, অখণ্ড সং, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ৪৬৪ চৈতন্যাব্দ, ২য় সং, ১৪২২, পৃ. ৪

১৫. দাস, শ্রীহরিদাস, প্রাগুক্ত

১৬. www.ananandab.com, Date: 11th March, 2016, 1:53, Date of Collection: 7th November, 2023